ECONOMICS SAMPLE PAPER – 1

বিভাগ - ক

প্রঃ১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) ১×১০=১০

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করো ঃ

কোনো সরলরেখার ঢাল সকল বিন্দুতে ________ হয়।

উঃ সমান

অথবা

পাইচিত্রে 1% = ________ ডিগ্রি কোণ।

উঃ 3.6° কোণ।

(খ) স্বনিযুক্ত ব্যক্তির আয়কে কেমন আয় হিসাবে গণ্য করা হয় ?

উঃ স্বনিযুক্ত ব্যক্তির আয়কে মিশ্র আয় হিসাবে গণ্য করা হয়।

অথবা

একটি গড় স্থির ব্যয় রেখা অঙ্কন করো।

উঃ

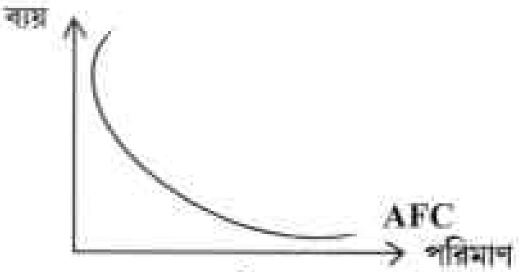

AFC– গড় স্থির ব্যয় রেখা

(গ) ঠিক বা ভুল লেখো ঃ

রেলপথ নির্মাণ হল মূলধনী খাতে ব্যয়।

উঃ ঠিক।

অথবা

ব্যাংকে চলতি আমানতে অর্থ জমা রাখা যায় না।

উঃ ভুল।

(ঘ) ঠিক বা ভুল লেখো ঃ

আয়কর হল একটি পরোক্ষ কর।

উঃ ভুল।

অথবা

লেনদেন উদ্বৃত্তের চলতি খাতে ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত থাকতে পারে না।

উঃ ভুল।

(ঙ) **GATT** চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল কত সালে ?

উঃ **GATT** চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে।

অথবা

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কত সালে স্থাপিত হয় ?

উঃ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ১৯৯৫ সালে স্থাপিত হয়।

(চ) সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ

শিশু শিল্প সংরক্ষণের যুক্তিটি উপস্থাপনা করেন –

(a) মার্শাল, **(b)** লিস্ট, **(c)** স্মিথ, **(d)** হ্যানসেন।

উঃ শিশু শিল্প সংরক্ষণের যুক্তিটি উপস্থাপনা করেন লিস্ট।

(ছ) **VAT**-এর সম্পূর্ণ কথাটি কি ?

উঃ **VAT**-এর সম্পূর্ণ কথাটি হল **Value Added Tax**।

অথবা

WTO-এর সম্পূর্ণ কথাটি কি ?

উঃ **WTO**-এর সম্পূর্ণ কথাটি হল **World Trade Organisation**।

(জ) সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ

প্রান্তিক কৃষকের জমির পরিমাণ –

(i) 0, **(ii) 1** একরের কম, **(iii) 1** একরের বেশী।

উঃ প্রান্তিক কৃষকের জমির পরিমাণ **1** একরের কম।

অথবা

বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে রাজস্ব আয়ের অন্যতম উৎস হল –

(i) বিক্রয় কর, **(ii)** মূল্যযুক্ত কর, **(iii)** কৃষি আয়কর।

উঃ (ii) মূল্যযুক্ত কর।

(ঝ) শূন্যস্থান পূরণ করো ঃ

বাজেটে আয়ের তুলনায় বেশি ব্যয় হলে বাজেটে ________ হয়।

উঃ ঘাটতি হয়।

অথবা

একটি অনুভূমিক রেখার ঢাল হল ________ ।

উঃ শূন্য।

(ঞ) ঠিক বা ভুল লেখো :

আয়কর হল একটি প্রগতিশীল কর।

উঃ ঠিক।

অথবা

একটি বাস্তব সম্পদের উদাহরণ দাও।

উঃ নিজস্ব বাড়ি।

বিভাগ - খ

প্রঃ২। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) ২×১০=২০

(ক) কার্যকর চাহিদা কাকে বলে ?

উঃ ক্রয় ক্ষমতা দ্বারা সমর্থিত ক্রয়ের ইচ্ছাকে কার্যকর চাহিদা বলে।

অথবা

চাহিদা আপেক্ষক বলতে কী বোঝ ?

উঃ কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের (x) চাহিদার পরিমান (Q_x) দ্রব্যটির দাম (P_x), ক্রেতার আয় (y), ক্রেতার রুচি ও পছন্দ (T) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যের দাম (P_y)-এর ওপর নির্ভরশীল। চাহিদার পরমিানের সঙ্গে চাহিদার নির্ধারক এই বিষয়গুলির নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে চাহিদার আপেক্ষক বলে।

$$Q_x = f(P_x, y, T, P_y)$$

(খ) সরকারি ঋণ বলতে কী বোঝ ?

উঃ সরকার ঋণপত্র বিক্রয় করে জনসাধারণের কাছ থেকে অথবা ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। একেই সরকারি ঋণ বলে। সরকারি ঋণপত্রের বিক্রয়লব্ধ অর্থকে সরকারি রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ঋণ দেশের মধ্যে থেকে এবং বিদেশ থেকেও গ্রহণ করা হয়।

(গ) সম্পত্তির সংজ্ঞা দাও।

উঃ সম্পত্তি হল যার অভাব পূরণের ক্ষমতা আছে, চাহিদার তুলনায় যোগান অপ্রচুর, যার বাহ্যিকতা আছে এবং বিনিময় বা হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকে। ব্যবহার অনুসারে সম্পত্তি হল - বস্তুগত ও আর্থিক সম্পত্তি।

অথবা

মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে ?

উঃ মুদ্রাস্ফীতি বলতে বোঝায় এমন একটি প্রক্রিয়াকে যার মাধ্যমে অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রীর দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। মুদ্রাস্ফীতি দু ধরণের হতে পারে। চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি এবং ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি।

(ঘ) সম্যক চ্যুতির সংজ্ঞা দাও।

উঃ কোনো চলের একগুচ্ছ মানের সম্যক পার্থক্য হল মানগুলির গাণিতিক গড় থেকে তাদের পার্থক্যগুলির বর্গসমূহের গাণিতিক গড়ের ধনাত্মক বর্গমূল। যদি কোনো চলের n সংখ্যক মানগুলি $x_1, x_2, ..., x_n$ এবং $\overline{x}$ তাদের গাণিতিক গড় হয় তাহলে সংজ্ঞানুযায়ী মানগুলি বা সম্যক পার্থক্য হল (6) হল :

$$6 = \sqrt{\frac{(x_1 - \overline{x})^2 + (x_2 - \overline{x})^2 ... + (x_n - \overline{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{1}{x}\sum_{c=1}^{n}(xi - \overline{x})^2}$$

অথবা

প্রসার বলতে কী বোঝ ?

উঃ কোনো চলের সংগৃহীত মানগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানের পার্থক্যের পরিমানকে প্রসার বলা হয়। যদি একটি চল x এর n টি মান থাকে এবং তাদের যদি x মানের উর্ধ্বক্রমে সাজানো যায় $x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq ... \leq x_{n-1} \leq x_n$ তাহলে x_1 হবে সর্বনিম্ন মান (x_{min}) এবং xn হবে সর্বোচ্চ মান (x_{max})
প্রসার = $x_{max} - x_{min} = x_n - x_1$

(ঙ) সাধারণ দ্রব্য ও নিকৃষ্ট দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

উঃ আয় বৃদ্ধির সাথে যে সকল দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাকে সাধারণ দ্রব্য বলে। এক্ষেত্রে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক হয়। আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে যে সকল দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায় তাকে নিকৃষ্ট দ্রব্য বলে। এক্ষেত্রে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক হয়।

অথবা

বিমা বলতে কী বোঝ ?

উঃ যে চুক্তির দ্বারা কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে অপর কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে কোনো দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য বা নির্দিষ্টকাল পর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, তাকে বিমা চুক্তি বলে। বিমা দু-প্রকারের - সাধারণ বিমা এবং জীবন বিমা।

(চ) ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলতে কী বোঝ ?

উঃ উৎপাদনের উপকরণের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় যে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয় তাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। এই ধরণের মুদ্রাস্ফীতি প্রধাণতঃ শ্রমের মজুরী বৃদ্ধির জন্য অথবা সংগঠনের মুনাফার হার বৃদ্ধির জন্য ঘটে থাকে।

অথবা

আর্থিক ঘাটতি কাকে বলে ?

উঃ যদি ঘাটতির ফলে জনসাধারণের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তবে ঐ ঘাটতিকে অর্থসৃষ্টিকারী ঘাটতি বলে। যদি সরকারের ঘাটতি মেটাবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত নোট ছাপায় এবং সরকার ওই টাকা খরচ করার ফলে জনসাধারণের অর্থের জোগান বৃদ্ধি পায়, তবে এই ঘাটতি অর্থসৃষ্টিকারী ঘাটতি।

(ছ) খোলাবাজারের কার্যকলাপ কাকে বলে ?

উঃ সংকীর্ণ অর্থে খোলা বাজারের কার্যকলাপ বলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক বাজার থেকে সরকারী ঋণপত্র কিনে নেওয়া বা বিক্রি করাকে বোঝায়। ব্যাপক অর্থে খোলাবাজারের কার্যকলাপ হল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক যে কোনো ধরণের ঋণপত্র বাজারে বিক্রি করা বা বাজার থেকে কিনে নেওয়া।

অথবা

একক স্থিতিস্থাপক চাহিদা কাকে বলে ?

উঃ চাহিদার অন্যান্য নির্ধারক বিষয়গুলি স্থির রেখে শুধুমাত্র দ্রব্যের নিজস্ব দামের (P_x) পরিবর্তনের সঙ্গে চাহিদার (Q_x) সাড়া দেওয়ার মাত্রাকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (e_p) বলে। যখন দামের শতকরা পরিবর্তন এবং চাহিদার পরিমানের শতকরা পরিবর্তন সমান হয় তখন একক স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়।

অর্থাৎ : $e_p = \dfrac{\Delta Q_x / Q_x}{\Delta P_x / P_x}$

একক স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে $e_p = 1$ এবং চাহিদারেখা আয়তক্ষেত্রিক পরাবৃত্তের মতো হয়।

(জ) ভারতে সরকারি ব্যয়বৃদ্ধির দুটি কারণ উল্লেখ করো।

উঃ ভারতে সরকারি ব্যয়বৃদ্ধির দুটি কারণ হলো :

(i) বিভিন্ন পরিকল্পনার আয়তন উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়ায় পরিকল্পনা খাতে ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

(ii) জনসাধারণের কল্যাণ বৃদ্ধি করার জন্য সরকার নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এই কারণে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি ঘটেছে।

অথবা

কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ কী ?

উঃ কোনো একটি চলরাশির মান সম্পর্কিত রাশিতথ্য লক্ষ করলে দেখা যায় যে এই মানগুলি কোনো একটি কেন্দ্রীয় মানের আশেপাশে অবস্থিত। এই কেন্দ্রীয় মানকে বাকি মানগুলির প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। রাশিতথ্যের এই প্রবণতাকে কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলে। এর বিভিন্ন পরিমাপক হলো গড়, মধ্যমা এবং সংখ্যাগুরুর মান।

(ঝ) বাজার তত্ত্বে দীর্ঘকাল বলতে কী বোঝ ?

উঃ বাজার তত্ত্বে দীর্ঘকাল বলতে সেই সময়সীমাকে বোঝায় যখন চাহিদা অনুসারে আধুনিক প্রযুক্তির দ্বারা ফার্মগুলি উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করতে পারে এবং জোগানের আমূল পরিবর্তনের সুযোগ পায়। এমনকি নতুন ফার্মের প্রবেশ ঘটে। দীর্ঘকালে ফার্মগুলি স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করার লক্ষ্য রাখে।

অথবা

পরিবর্তনশীল ব্যয়ের ধারণাটি উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করো।

উঃ স্বল্পকালে ফার্মের মোট উৎপাদনের মাত্রা পরিবর্তন হলে যে সকল ব্যয়ের মাত্রা পরিবর্তিত হয়, তাকে পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে। যেমন : কাঁচামালের জন্য ব্যয়, জ্বালানি বাবদ ব্যয়, অস্থায়ী শ্রমিকের মজুরি, বিজ্ঞাপন ব্যয়, বিক্রয়কর প্রভৃতি।

(ঞ) অর্থের চারিটি কাজ উল্লেখ করো।

উঃ অর্থের চারিটি কাজ হল : বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড, ঋণ শোধের মাপকাঠি এবং সঞ্চয়ের উপায়।

অথবা

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের দুটি কাজ উল্লেখ করো।

উঃ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের দুটি কাজ হলো :

(i) জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করা।

(ii) জনসাধারণ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দান করা।

বিভাগ - গ

প্রঃ৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) ৫×৬=৩০

(ক) চাহিদার পরিবর্তন এবং চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন-এর মধ্যে পার্থক্য কী ?

উঃ চাহিদার পরিবর্তন এবং চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন-এর পার্থক্য :

(i) সংজ্ঞাগত পার্থক্য : দাম স্থির রেখে যদি কোনো দ্রব্যের চাহিদা পরিবর্তিত হয়, তাকে চাহিদার পরিবর্তন বলে। অপরদিকে দ্রব্যের নিজস্ব দাম পরিবর্তনের জন্য দ্রব্যের চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে তাকে চাহিদার পরিমানের পরিবর্তন বলে। এক্ষেত্রে চাহিদার অন্যান্য নির্ধারক বিষয়গুলি স্থির থাকে।

(ii) কারণগত পার্থক্য : চাহিদার পরিবর্তনে দ্রব্যের নিজস্ব দাম স্থির থাকে এবং চাহিদার অন্যান্য নির্ধারক বিষয়গুলি পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ চাহিদারেখার স্থানগত পরিবর্তন ঘটে। অপরদিকে, চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তনে চাহিদার অন্যান্য নির্ধারক বিষয়গুলি স্থির থাকে এবং দ্রব্যের নিজস্ব দাম পরিবর্তিত হলে চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। এক্ষেত্রে একই চাহিদারেখার ওপর-নীচে চাহিদার পরিমাণের ওঠানামা হয়।

রেখাচিত্রগত পার্থক্য :

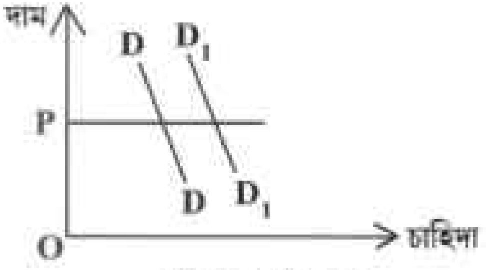

চাহিদার পরিবর্তন

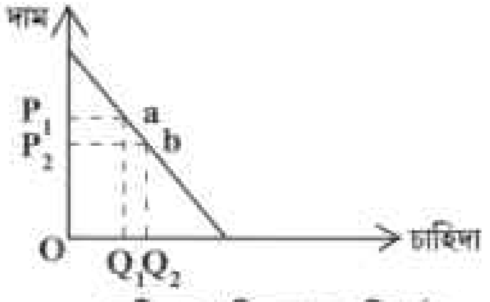

চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন

অথবা

চাহিদা সূত্রের ব্যতিক্রমগুলি কী কী ?

উঃ অন্যান্য সকল বিষয় স্থির থাকলে, দ্রব্যের নিজস্ব দাম এবং চাহিদার মধ্যে এক বিপরীতমুখী সম্পর্ক স্থাপন হয়। একে চাহিদার নিয়ম বলে। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্যকর হয় না, একে চাহিদার সূত্রের ব্যতিক্রম বলে। এর কারণগুলি হল :

(i) ভেবলেন প্রভাব : আমেরিকান অর্থনীতিবিদ ভেবলেনের মতে, বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে এমন কিছু বিলাসদ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম বাড়লে চাহিদা বাড়ে এবং দাম কমলে চাহিদা কমে। অর্থাৎ চাহিদারেখা ঊর্ধ্বগামী হয় এবং চাহিদার সূত্র কার্যকর হয় না।

(ii) গিফেন দ্রব্য : রবার্ট গিফেন উনবিংশ শতাব্দীতে আয়ারল্যাণ্ডের লোকদের ভোগের আচরণের একটি সমীক্ষা করেন। ওখানে ধনী লোকেরা রুটি-মাংস এবং গরিবরা রুটি-আলু ব্যবহার করে। গিফেন দেখেন যদি মাংসের দাম স্থির অবস্থায় আলুর দাম বাড়ে, তাহলে গরিবদের প্রকৃত আয় হ্রাস পায় এবং তারা বেশি দামের মাংস না কিনে কম দামের আলুই বেশি পরিমাণে ক্রয় করে। এক্ষেত্রে আয় প্রভাব বিরূপভাবে কাজ করে যা তীব্রতার দিক থেকে পরিবর্ত প্রভাবের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাহলে, চাহিদার নিয়ম কার্যকর হয় না। এই ধরণের দ্রব্যকে গিফেন দ্রব্য বলে।

(iii) নিছক দাম বৃদ্ধির প্রভাব : অধ্যাপক বমলের মতে ক্রেতারা অনেক সময় দ্রব্যের দাম ও গুণগত মান বিচারে ব্যর্থ হয়। নিছক দাম বাড়লে বেশি করে দ্রব্যাদি ক্রয় করে। এক্ষেত্রে চাহিদার নিয়ম খাটে না।

(iv) শেয়ার বাজার ও ফাটকা কারবার : শেয়ার বাজারে কোনো শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পেলে, ভবিষ্যতে আর দাম বৃদ্ধি পাবার আশায় শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে শেয়ারের দাম কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে ক্রেতারা শেয়ার ক্রয় করে না। সুতরাং চাহিদার নিয়ম খাটে না।

(v) শর্করাজাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে : অধ্যাপক হিক্‌সের মতে, ক্রেতারা তাদের আয়ের অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্য ব্যয় করে। এই দ্রব্যগুলির দাম বাড়লেও চাহিদা পূর্ববৎ থাকে। অতএব চাহিদার নিয়ম খাটে না, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রেও এই ঘটনা দেখা যায়।

(vi) অনেক সময় ক্রেতারা একই দ্রব্য বিভিন্ন ব্র্যান্ডে বিক্রি করা হলে যে ব্র্যান্ডটির দাম বেশি সেটিই বেশি করে কিনতে চায়।

এইভাবে বিভিন্ন কারণে চাহিদার নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

(খ) ঘাটতি ব্যয় পদ্ধতির দুটি অনুকূল প্রভাব এবং দুটি প্রতিকূল প্রভাব আলোচনা করো।

উঃ সরকারের চলতি খাতে যে আয় হয় তার বেশি ব্যয় করাকে ঘাটতি ব্যয় বলে।

ঘাটতি ব্যয়ের পক্ষে যুক্তিগুলি হল ঃ

(i) বেকার সমস্যার সমাধান ঃ অর্থনীতিবিদ কেইন্‌সের মতে, অনুন্নত দেশে অব্যবহৃত সম্পদের সদ্ব্যবহারে সাহায্য করে ঘাটতি ব্যয়।

(ii) আয় বৃদ্ধির গতি ঃ যে কোনো উন্নয়নশীল দেশে আয়গুণক এর পরিমাণ বেশি হলে ঘাটতি ব্যয় আয় বৃদ্ধির গতি বাড়াতে সাহায্য করে।

ঘাটতি ব্যয়ের বিপক্ষে যুক্তিগুলি হল ঃ

(i) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঃ ঘাটতি ব্যয় মুদ্রাস্ফীতি ঘটার কারণ অর্থের জোগান বৃদ্ধি পেলেও তাৎক্ষণিক দ্রব্যসামগ্রীর জোগান বৃদ্ধি পায় না।

(ii) ভোগ্যদ্রব্যের ঘাটতি ঃ শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক দিকে মূল ও ভারী শিল্পের উন্নতি ঘটাতে গিয়ে শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয় না। ফলে ভোগ্যদ্রব্যের ঘাটতির সুবাদে দাম স্তর বাড়ে।

অথবা

সরকারী আয়ের বিভিন্ন উৎস আলোচনা করো।

উঃ আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রে সরকারী আয়ের উৎস হল ঃ

(i) কর-যুক্ত রাজস্ব

(ii) কর-বহির্ভূত রাজস্ব।

সরকারী কর-বহির্ভূত রাজস্ব

বাজেটের চলতি খাত	বাজেটের মূলধনী খাত
(ক) সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সুদ এবং রাজস্ব	(ক) অভ্যন্তরীন উৎস থেকে প্রাপ্ত ঋণ (দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের কাছে সরকারী ঋণপত্র বিক্রয়)
(খ) অর্থের প্রচলন এবং মুদ্রণ থেকে প্রাপ্ত অর্থ	(খ) বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত ঋণ
(গ) সাধারণ সেবাকাজ (প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক সেবা) থেকে প্রাপ্ত অর্থ	(গ) বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অর্থ (স্বল্প সঞ্চয়, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদি)
(ঘ) অর্থনৈতিক সেবাকাজ (রেল, ডাক ও তার, ব্যাঙ্ক, বিমা) থেকে প্রাপ্ত অর্থ	(ঘ) রাজ্যসরকার কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ পরিশোধ
(ঙ) সামাজিক সেবাকাজ (পানীয় জল, বিদ্যুত, গ্যাস সরবরাহ, শিক্ষা ইত্যাদি) থেকে প্রাপ্ত অর্থ।	(ঙ) সরকারি উদ্যোগের বিলগ্নিকরণ বা সরকারি উদ্যোগের শেয়ার মূলধন বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ।

উল্লেখ্য ঃ যেসব আয়ের মাধ্যমে সরকারের ব্যবহারযোগ্য আয় বৃদ্ধি পায় কিন্তু দায় বৃদ্ধি পায় না সেই আয়কে রাজস্ব খাতে আয় বলে। কিন্তু যেসব আয়ের ফলে সরকারের ব্যবহারযোগ্য আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে দায়ও বৃদ্ধি পায়, সেই ধরণের আয়কে মূলধনী খাতে আয় বলে।

(গ) কালো টাকার উৎপত্তির কারণগুলি আলোচনা করো।

উঃ আয়কর কর্তৃপক্ষকে হিসাব না দিয়ে অসৎভাবে অর্থ উপার্জন করাকে কালো টাকা বলে। কালো টাকা হল হিসাব বহির্ভূত টাকা। কালো টাকা উৎপত্তির কারণগুলি হল ঃ

(i) যুদ্ধ ও কালোবাজার ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে আমাদের দেশের খাদ্যসামগ্রী ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঘাটতি সৃষ্টি হয়। একশ্রেণীর অসৎ ব্যবসায়ী বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করে। এইভাবে নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থা থেকে কালো টাকার জন্ম ঘটে।

(ii) আয়কর ফাঁকি ঃ সমাজের একশ্রেণীর উচ্চ আয়ের ব্যক্তিগণ তাদের প্রকৃত আয় গোপন রাখেন। এই হিসাব-বহির্ভূত টাকা হল কালো টাকা।

(iii) রাজনৈতিক দলের চাঁদা আদায় ঃ রাজনৈতিক নেতারা সংগঠনের ও নির্বাচনের ব্যয় মেটাতে বিভিন্ন ব্যক্তিদের কাছ থেকে এককালীন আর্থিক দান গ্রহণ করেন। ফলে চাঁদার ভার লাঘব করার জন্য চোরাপথে অর্থ উপার্জন করা হয়।

(iv) সরকারী আমলা ও কর্মীদের দুর্নীতি ঃ বর্তমানে জীবনযাপনের ব্যয় উচ্চ হওয়ায় সরকারী আমলা ও কর্মীরা বিভিন্নভাবে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি করে থাকে যা কালো টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

(v) শিল্প লাইসেন্স নীতি ও রপ্তানি-আমদানি নীতি লঙ্ঘন ঃ শিল্প লাইসেন্স প্রদানে দুর্নীতি ও বৈদেশিক মুদ্রা পাচারে **FERA** আইন লঙ্ঘন কালো টাকার সৃষ্টি করে।

(vi) বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগ ঃ অধিকাংশ শিল্পপতিগণ রপ্তানি মূল্য কম এবং আমদানি মূল্য বেশি ঘোষণা করে বৈদেশিক অর্থ উপার্জন করে এবং গোপনে বৈদেশিক ব্যাঙ্কে অবাধে টাকা জমায়। পাশাপাশি বিদেশে কর্মরত অনেক অনাবাসী ভারতীয় হাওলা বাজারের গোপন পথে দেশীয় আত্মীয়দের কাছে পাঠিয়ে কালো টাকার বৃদ্ধি করে।

(vii) সামাজিক মর্যাদা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঃ বর্তমানে অর্থই সামাজিক প্রতিপত্তির মর্যাদা দেয়। অতএব সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার জন্যও মানুষ অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে।

(viii) মূলধনী লাভ গোপন করা : প্রশাসনিক ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে মূলধনী লাভ গোপন করলে কালো টাকার সৃষ্টি হয়।

(ix) সম্পত্তি বিক্রয় : সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে যে মূলধনী লাভ হয় তার সঠিক মূল্য সরকারের কাছে গোপন করলে কালো টাকার সৃষ্টি হয়।

(x) বাড়িভাড়ার সেলামি : বাড়িভাড়া দেওয়ার সময় বিনা রসিদে সেলামি আদায় করার রেওয়াজ কালো টাকার সৃষ্টি করে।

পরিশেষে বলা যায় ভারতে সরকারের বিভিন্ন করের অতিরিক্ত চাপ কালোটাকা সৃষ্টির একটি মূল কারণ।

অথবা

কালো টাকার নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলি উল্লেখ করো।

উঃ কালো টাকার নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলি হল :

(i) স্বেচ্ছামূলক ঘোষণা কর্মসূচী : 1951, 1965, 1975, 1985 এবং 1997 সালে ভারত সরকার এই কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এর মূল লক্ষ্য হল, যে সকল ব্যক্তির হাতে গোপন অর্থ আছে তাদের সঞ্চিত টাকা ঘোষণা করলে তাদের কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না। 1997-এ এই স্কীমে 33,000 কোটি টাকার কালোটাকার সন্ধান মেলে।

(ii) উচ্চ মূল্যের নোট বাতিল : 1978 সালে ভারত সরকার 1,000, 5,000 ও 10,000 টাকার নোট বাতিল করার ফলে 20 কোটি কালোটাকা নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব হয়।

(iii) স্পেশাল বেয়ারার বণ্ড : 1981 সালে 2% সুদে 10,000 টাকা মূল্যের এক বিশেষ ঋণপত্র বাজারে ছাড়া হয়। এক্ষেত্রে বণ্ড ক্রেতাদের আয়ের উৎস জানা হবে না বা কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না, ঘোষণা করা হয়।

(iv) ইন্দিরা বিকাশ ও কিষাণ বিকাশ পত্র : 1986 সালে উচ্চ সুদে ইন্দিরা বিকাশ ও কিষাণ বিকাশ পত্র কিনতে অনেক কালোটাকা বিনিয়োগ হয়েছে।

(v) আকস্মিক অভিযান : আয়কর কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে আকস্মিক অভিযান চালিয়ে উচ্চ আয়ের ব্যক্তিবর্গের নগদ টাকা, মূল্যবান সম্পত্তি, বৈদেশিক মুদ্রা প্রভৃতি উদ্ধারের চেষ্টা করে। এইভাবে 1991-92 সালে 180 কোটি টাকার কালোটাকা উদ্ধার হয়।

1991 সালে 24শে জুলাই কালোটাকা সাদা করার জন্য অর্থনীতিবিদ ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং তিনটি প্রকল্প ঘোষণা করেন :

(i) স্বল্পমূল্যে আবাসন এবং বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যাঙ্কে যে কোনো পরিমাণ টাকা জমা দিলে ওই টাকার 40% বিশেষ লেভি হিসাবে কেটে সরকারী নির্দেশিত পথে অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য ব্যয় করা হবে।

(ii) ভারতের যে কোনো ব্যক্তি যদি বিদেশী মুদ্রা উপহার হিসাবে গ্রহণ করে, তা উপহার করের আওতায় পড়বে না। এমনকি FERA আইনের বাইরে থাকবে।

(iii) SBI 'ভারত উন্নয়ন বণ্ড' চালু করবে যা বিক্রি করা হবে ডলারে। এই বণ্ড অনাবাসী ভারতীয়রা ও তাদের বিদেশী কোম্পানীগুলি কিনতে পারবে। এই বণ্ডের মেয়াদ পাঁচ বছরে শেষ হবে এবং এগুলি হস্তান্তরযোগ্য ও আয়কর মুক্ত।

সর্বপরি, জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধের পরিবর্তন কালোটাকা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে।

(ঘ) ভারতে আয় বৈষম্য সৃষ্টির কারণগুলি বিশ্লেষণ করো।

উঃ জাতীয় আয়ের যে বন্টন ব্যবস্থায় দেশের কতিপয় পরিবার জাতীয় আয়ের সিংহভাগ দখল করে, সমাজে নানা সুযোগসুবিধা ভোগ করে এবং বেশিরভাগ পরিবার জাতীয় আয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ ভোগ করে, তাকে আয় বন্টনে বৈষম্য বলে।

মহলানবিশ কমিটির মতে আয় বৈষম্যের দুটি প্রধান কারণ :

(i) দেশের বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে বেকারী ও অর্ধবেকারী থাকায় শ্রমের উৎপাদনশীলতা কম থাকায় জনসাধারণের আয় কম।

(ii) আয় বৈষম্যের অপর কারণ হল কর ফাঁকি দেওয়া।

ভারতে বিভিন্ন কারণে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন :

(i) বেকার সমস্যা : ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি। এই কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে যে অর্থের সৃষ্টি হয়েছে সেই আয় অনেক মানুষের মধ্যে বন্টিত হয়নি।

(ii) কর ফাঁকি : ভারতে উচ্চ আয়করের হার হওয়ায় কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি। ফলে আয় বৈষম্য সৃষ্টি হয়। আবার গ্রামাঞ্চলে কৃষি আয়কর না থাকায় এবং কৃষিক্ষেত্রে করভার কম থাকায় আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

(iii) ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিকাশ : ভারতে মিশ্র অর্থনীতির কাঠামো থাকলেও এখানে ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিই বিদ্যমান। এই ধরণের অর্থনীতির একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য আয় বৈষম্য।

(iv) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি : দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে সংগঠিত ক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধি পায়। মূল্যবৃদ্ধির সাথে সাথে অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা প্রদান করা হয়। কিন্তু ভারতে এক ব্যাপক অংশের জনগণ সংগঠিত ক্ষেত্রের বাইরে রয়েছে। মূল্যস্তর বৃদ্ধি পেলেও তাদের আয়বৃদ্ধি পায় না।

(v) সরকারী নীতি : সরকারের শিল্পনীতি, আমদানি নিয়ন্ত্রণ নীতি ও লাইসেন্স নীতি আয় বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে।

(vi) ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অসৎ আচরণ : ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অসৎ আচরণ সরকারি প্রশাসনিক কাঠামোর দুর্বলতা, আয় বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের অনীহা, সরকারি উদ্যোগের দুর্বল পরিচালনা - এই সমস্ত বিষয়ও আয় বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে।

অথবা

ভারতে দারিদ্র দূরীকরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত পাঁচটি পদক্ষেপ আলোচনা করো।

উঃ ভারত সরকার পরিকল্পনাকালে দারিদ্র দূরীকরণের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। এই ব্যবস্থাগুলি হল :

(i) ভূমিসংস্কার : পরিকল্পনাকালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ এবং প্রজা কৃষকদের নিরাপত্তা ও ভূমিহীনদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বন্টনের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। অপারেশন বর্গার মাধ্যমে ভাগচাষিদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেওয়া হয়।

(ii) ব্যাঙ্ক ঋণের প্রসার : 1969 সালে ব্যাংকে জাতীয়করণ করা এবং গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকে ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করে মহাজনি শোষণ রোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি প্রাথমিক ঋণদান সমিতির প্রসার ঘটিয়ে গ্রামাঞ্চলে স্বল্প সুদে ঋণের জোগান দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(iii) গণবন্টন ব্যবস্থার প্রসার : দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলির মধ্যে ন্যূনতম মূল্যে খাদ্যশস্য রেশনের মাধ্যমে বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(iv) মিড ডে মিল ব্যবস্থা গ্রহণ : সারা ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে 'মিড ডে মিল' প্রথা চালু করা হয়।

(v) দারিদ্র দূরীকরণে নির্দিষ্ট কর্মসূচী : বিভিন্ন পরিকল্পনা কালে দারিদ্র দূরীকরণের কিছু নির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। যেমন : পঞ্চম পরিকল্পনায় – ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ প্রকল্প, কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচী, **IRDP, NREP, DPAP, MFAL** প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ষষ্ঠ পরকিল্পনাকালে – স্বনিযুক্তি প্রকল্পে কাজ আরম্ভ হয়, **RLEGP** কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সপ্তম পরকিল্পনায় – **TRYSEM** এবং **CRTTC** গড়ে তোলা হয়। অষ্টম ও নবম পরিকল্পনায় – **SGSY, JGSY, PMGSY** প্রকল্পগুলি আরম্ভ হয়। দশম পরিকল্পনাকালে উৎপাদনশীল নিয়োগ কর্মসূচী, **SERY** ও সর্বশিক্ষা অভিযান চালু হয়েছে।

(ঙ) সরকারী দ্রব্য কাকে বলে ? সরকারী দ্রব্যের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লেখো।

উঃ সরকারের দায়িত্ব হল এমন কিছু দ্রব্য সম্মিলিতভাবে সমাজের সব শ্রেণীর মানুষকে সরবরাহ করা যাতে কোনো মানুষই এই দ্রব্যের ভোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

এই ধরণের দ্রব্য বা সেবাকাজকে সরকারি দ্রব্য বলা হয়। যেমন : প্রতিরক্ষা সেবা। সরকারি দ্রব্যের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল :

(i) প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিহীন ভোগ : এক্ষেত্রে ভোগকারিদের মধ্যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয় না, কারণ সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ যখন সরকারি দ্রব্য ভোগ করে তখন অন্য শ্রেণীর মানুষকে ওই ভোগ থেকে বঞ্চিত রাখা যায় না।

(ii) বর্জন নীতির অনুপস্থিতি : সরকারি দ্রব্যের ক্ষেত্রে সমাজের কোনো ব্যক্তি দ্রব্য বা সেবাকাজ ভোগের জন্য অর্থমূল্য প্রদান করতে না পারে, তবুও তাকে এই দ্রব্য ভোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না।

অথবা

সরকারি বিনিয়োগ ব্যয় কাকে বলে ? সরকারি ভোগ ব্যয়ের সঙ্গে এর পার্থক্য লেখো।

উঃ সরকারি বাজেটে যেসব ব্যয় দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন শক্তিকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে এবং যেসব ব্যয়ের ফলে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় সেইসব ব্যয়কে সরকারি বিনিয়েগ ব্যয় বলা হয়। যেমন : পরিবহন ও যোগাযোগ, বিদ্যুত, সেচ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ।

সরকারি ভোগ ব্যয়	সরকারি বিনিয়োগ ব্যয়
(i) সরকারি বাজেটে এই সকল ব্যয় অর্থনীতিতে উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে না।	(i) সরকারি বাজেটে এই ব্যয় মূলধন বৃদ্ধি করতে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।
(ii) সরকারি বাজেটে চলতি খাতে ব্যয়	(ii) সরকারি বাজেটে মূলধনী খাতে ব্যয়।
(iii) এই ব্যয় বার বার করতে হয়।	(iii) এই ব্যয় এককালীন।
(iv) উদাহরণ : দেশের প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, আইন ও বিচার ব্যবস্থায় ব্যয়।	(iv) উদাহরণ : পরিবহন ও যোগাযোগ, বিদ্যুত, সেচ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয়।

(চ) ভারতে বেকার সমস্যার কারণগুলি আলোচনা করো।

উঃ ভারতে নানা ধরণের বেকারত্বের মূল কারণগুলি হল :

(i) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ – পরিকল্পনাকালে ভারতে জনসংখ্যার চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে শ্রম জোগানের বৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয় বৃদ্ধি ঘটেনি।

(ii) সেচের অপর্যাপ্ত সুবিধা – ভারতে আবাদি জমির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে। এই কারণে একই জমিতে বছরে একবারই ফসল হয়। ফলে মরশুমি বেকারত্বের সৃষ্টি হয়।

(iii) শিল্পে কর্মনিয়োগ বৃদ্ধির ধীরগতি – শিল্পক্ষেত্রে শ্রম জোগানের বৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রেখে কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি হয়নি। এই কারণে শিল্পে বেকারত্বের সমস্যা ক্রমাগত তীব্র হচ্ছে।

(iv) পুঁজি-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি – শিল্পক্ষেত্রে বেশিরভাগ শিল্পে উৎপাদন পদ্ধতি পুঁজি-নিবিড় ধরণের হওয়াতে শ্রমের তুলনায় মূলধনের নিয়োগ বেশি হয়। অতএব শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের সাপেক্ষে কর্মসংস্থানগত স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক। এই কারণে শিল্পক্ষেত্রে কাঠামোগত বেকারত্বের সৃষ্টি হয়েছে।

(v) ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে, স্বল্পহারে শিল্পায়ন, বাণিজ্যচক্রজনিত মন্দাবস্থা প্রভৃতি ও বেকারত্বের সৃষ্টি করে।

বিভাগ - ঘ

(মডেল উত্তর দেওয়া হল।)

প্রঃ৪। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) ১০×৪=৪০

(ক) যোগানের দাম স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে ? এটি যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলি আলোচনা করো।

উঃ যোগানের অন্যান্য নির্ধারক বিষয়গুলি স্থির রেখে দ্রব্যের নিজস্ব দাম পরিবর্তন হলে যোগানের সাড়া দেওয়ার মাত্রাকে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলে। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা হল দামের আনুপাতিক পরিবর্তনের তুলনায় যোগানের আনুপাতিক পরিবর্তন।

$$\text{যোগানের স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{যোগানের আনুপাতিক পরিবর্তন}}{\text{দামের আনুপাতিক পরিবর্তন}}$$

*যোগানের স্থিতিস্থাপকতার নির্ধারক বিষয়গুলি হল :

(i) দ্রব্যের প্রকৃতি

(ii) সময়

(iii) উৎপাদন ব্যয়ের প্রকৃতি

(iv) দাম পরিবর্তনের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের আশা-প্রত্যাশা

এছাড়াও কলাকৌশলের পরিবর্তন, উৎপাদনের উপকরণের যোগান, পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের ওপরও দ্রব্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে।

(*এই বিষয়গুলি আলোচনা করতে হবে।)

(খ) সংরক্ষণ বলতে কী বোঝ ? ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি দাও।

উঃ কোনো দেশের সরকার যদি দেশীয় শিল্পগুলিকে বিদেশি প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমদানির ওপর বাধানিষেধ আরোপ করে, তাকেই সংরক্ষণ নীতি বলে।

স্বল্প-উন্নত দেশে সংরক্ষণের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তিগুলি হল :

(i) দেশীয় শিশুশিল্পের সংরক্ষণ*

(ii) দেশীয় শিল্প উৎপাদনে বৈচিত্রসাধন*

(iii) স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন*

(iv) বিদেশি ডাম্পিং নীতির প্রতিরোধ*

(v) লেনদেন ব্যালেন্সে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা*

(*এই যুক্তিগুলির উত্তরে ব্যাখ্যা করতে হবে।)

(গ) ভারতে কালোটাকার উৎস ও প্রতিক্রিয়া আলোচনা করো।

উঃ ভারতে কালোটাকার উৎস — বিভাগ 'গ'-এর ৩ (গ) প্রশ্নে উত্তর দেওয়া হয়েছে।

*কালোটাকার প্রতিক্রিয়া :

(i) সরকারি রাজস্বের আদায়ে ক্ষতি

(ii) অপ্রয়োজনীয় এবং বিনোদনমূলক ব্যয় বৃদ্ধি

(iii) প্রদর্শন প্রভাব এবং উৎপাদনমুখী কাজে বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাস

(iv) স্থাবর সম্পত্তি এবং বিলাসবহুল আবাসনে ব্যয় বৃদ্ধি

(v) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির কার্যকারিতা হ্রাস

(vi) অননুমোদিত আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ বৃদ্ধি

(*প্রতিক্রিয়াগুলি ব্যাখ্যা করতে হবে।)

অথবা

ভারতে আমদানি পরিবর্ততা নীতির সাফল্য বিচার করো।

উঃ আমদানি পরিবর্ততা নীতি বলতে বোঝায় বিদেশ থেকে দ্রব্যসামগ্রী আমদানি না করে সেগুলির অবিকল বিকল্প দ্রব্য দেশের মধ্যে উৎপাদন করা। এই নীতি গ্রহণের ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে কতিপয় সুফল* লক্ষ করা যায়। যেমন :

(i) ভোগ্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি

(ii) উৎপাদপত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি

(iii) মধ্যবর্তী দ্রব্যের আমদানি হ্রাস

(iv) মূলধনী সামগ্রীর আমদানি হ্রাস

(v) ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি

(vi) শিল্প কাঠামোর পরিবর্তন

(vii) শিল্পায়নের অগ্রগতি।

(*এই সুফলগুলি আলোচনা করতে হবে।)

(ঘ) বেকারি বলতে কী বোঝায় ? ভারতে কত ধরণের বেকারি দেখা যায় ? বেকারির কারণ উল্লেখ করো।

উঃ দেশের প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা যদি কাজ করার সুযোগ না পায় তাহলে শ্রমের বাজারে অতিরিক্ত শ্রমের জোগানকে বেকারত্ব বলে।

(*এই সমস্ত বেকারত্বের ধরণগুলির সংজ্ঞা এবং কারণ আলোচনা করতে হবে।)

ভারতে বেকার সমস্যার বিভিন্ন কারণগুলি বিভাগ 'গ'এর ৩ (চ) প্রশ্নে আলোচনা করা হয়েছে।